যায়যায়দিন

তারিখ 08 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

রাবির সাজাপ্রাপ্ত ১০ শিক্ষার্থীই সারেন্ডার করলো

আদালত থেকে বের হয়ে আসছে রাবির সাজাপ্রাপ্ত ৯ ছাত্র - যাযাদি

রাজশাহী অফিস

রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ডিজিএফআইয়ের গাড়ি পোড়ানো মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আরো নয় শিক্ষার্থী কোর্টে সারেন্ডার করেছে। গতকাল সোমবার সকালে রাজশাহীর অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে তারা সারেন্ডার করে। কোর্ট সবাইকে জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেন। গত রবিবার সকালে একই কোর্টে আরেক সাজাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী আবু সায়েম সারেন্ডার করে। এ নিয়ে দুই দিনে মামলায় অভিযুক্ত ১০ শিক্ষার্থীই সারেন্ডার করলো।

গতকাল সারেন্ডার করা শিক্ষার্থীরা হলো ইউনিভার্সিটির ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থী রাবি ছাত্রলীগের সেক্রেটারি আয়েন উদ্দিন, মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী দীপায়ন সরকার দীপ, মিজানুর রহমান মিঠু, ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী আজিম বিন কামাল উজ্জ্বল, সাখাওয়াত হোসেন, ফখরুল ইসলাম, সরদার আয়াজ, কাজী আবদুল লতিফ ও শামীম আহমেদ।

কোর্ট চত্বরে কান্নার রোল

গতকাল সকালে যখন ছাত্ররা সারেন্ডার করে তখন তাদের অভিভাবক, আত্মীয়-স্বজন, সহপাঠী, সহকর্মী, সাধারণ শিক্ষার্থীরা ভিড় জমান কোর্ট চত্বরে। তারা কান্নায় ভেঙে পড়েন। আজিম বিন কামাল উজ্জ্বলের ছোট বোন রাবির চারুকলা বিভাগের শিক্ষার্থী আয়েশা সিদ্দিকা শিমুল চোখ মুছতে মুছতে জানায়, তার বাবা (রাবির অফিসার ছিলেন) মারা গেছেন অনেক আগে। মা-ও নেই। সংসারে তারাই দুই ভাইবোন। এর মধ্যে আবার ভাইয়ের জেলে যাওয়া তার কাছে পাহাড় সমান বোঝার মতো। শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দিতে সে সরকারের কাছে আকুল আবেদন জানায়। প্রিজন ভ্যানে ওঠার আগে শিক্ষার্থীরা সহপাঠী, সহকর্মী, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। এ সময় কেউ কেউ কান্নায় ভেঙে পড়ে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ আগস্ট রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র বিক্ষোভের সময় সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআইয়ের একটি গাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়। এ ঘটনায় ২৩ আগস্ট ডিজিএফআই রাজশাহীর সহকারী পরিচালক শতকত আলী বাদী হয়ে মতিহার থানায় একটি মামলা করেন। পুলিশ মামলার তদন্ত শেষে ইউনিভার্সিটির দুই শিক্ষক, একজন অফিসার, একজন কর্মচারী এবং ১০ শিক্ষার্থীকে অভিযুক্ত করে চার্জ শিট দেয়। এ মামলায় গত ১২ ডিসেম্বর ইউনিভার্সিটির জুওলজি অ্যান্ড মাইনিং বিভাগের দুই শিক্ষক প্রফেসর ড. গোলাম সাব্বির সাত্তার তাপু, প্রফেসর চৌধুরী সারওয়ার জাহান সজল ও ডেপুটি চিফ ইনফরমেশন অফিসার এম সাদেকুল ইসলামকে বেকসুর খালাস এবং এক কর্মচারী ও ১০ শিক্ষার্থীকে তিন বছর করে জেল এবং অর্থদণ্ড দেয়া হয়।

এদিকে মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুল মমিন, সাধারণ সম্পাদক জেড়ু সরকার, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা আল বেরুনী ফারুক, রাবি ছাত্রলীগ নেত্রী ইলা সাজাপ্রাপ্তদের প্রতি সদয় হওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান।